মে দিবস : শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণা

কাজ ও ন্যায্য মজুরির সংগ্রামকে সমাজবদলের সংগ্রামে পরিণত করুন

মহান মে দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকায় তোপখানা রোডে শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড জাহেদুল হক মিলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সাংগঠনিক সম্পাদক আহসান হাবীব বুলবুল ও খালেকুজ্জামান লিপন। শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল ও জেলায় জেলায় মে দিবস পালিত হয়।

১৩২ বছর আগে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ নয়, ৮ ঘণ্টা কাজ—এই দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন অগাস্ট, স্পাইজ, এঞ্জেলস, ফিসার। আর অনেক শ্রমিকনেতাকে কারাগারে পুরেছিলো। মালিক এবং সরকার ভেবেছিল ফাঁসি দিয়ে শ্রমিক নেতাদেরকে হত্যা করে শ্রমিক আন্দোলন দমন করা যাবে। কিন্তু ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করা যায় নাই। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর দেশে দেশে। পরবর্তিতে ১৮৮৯ সালে ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসের নেতৃত্বে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্যারিস কংগ্রেসে' প্রতিবছর ১ মে আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৯০ সালের নিউইয়র্কে প্রথম মে দিবসের সমাবেশের প্রস্তাবে লেখা হয়, '৮ ঘণ্টা কাজের দিনের দাবিপূরণের সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাব—কিন্তু কখনো ভুলবো না, আমাদের শেষ লক্ষ্য হল (পুঁজিবাদী) মজুরি ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন'। তারপর থেকেই ৮ ঘণ্টা কাজ, ন্যায্য মজুরি আর পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সংগ্রাম একসাথেই চলছে।

আট ঘণ্টা কাজ এই দাবির মধ্যেই ছিল ন্যায্য মজুরির দাবি

মানুষ প্রতিদিন যা কিছু ব্যবহার করে সব কিছুই মানুষের শ্রমে তৈরি। কিন্তু শ্রমিকের শ্রমে তৈরি সম্পদ থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত। শ্রমিক কাজের বিনিময়ে মজুরি পায় আর মালিক শ্রমিককে কাজ করিয়ে মুনাফা অর্জন করে। কার্ল মার্কস হিসেব করে দেখিয়েছিলেন শ্রমিকের মজুরি যত কম দেবে এবং যত বেশি সময় কাজ করাবে, মালিকের মুনাফা ততই বাড়বে। তাই আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তারা চেয়েছিল এমন মজুরি যাতে সে মানসম্পন্ন জীবনযাপন করতে পারে, সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারে, অসুখে চিকিৎসা, মাথা গোঁজার ঠাঁই নির্মাণ, বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। ন্যায্য মজুরি না পেলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও শ্রমিকের জীবনে স্বস্তি আসবে না। মাস শেষে মজুরি পেতে না পেতেই বাড়িভাড়া, দোকানের বাকি পরিশোধ করতে না করতেই আবার দেনায় জর্জরিত হয় শ্রমিক। যেহেতু শ্রমিককে শোষণ করেই মালিকের মুনাফা হয় তাই শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখে ন্যায্য মজুরি আদায় করা সম্ভব হবে না। তাই ন্যায্য মজুরির আন্দোলন আর শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম একসাথেই করতে হবে।

বাংলাদেশের সামগ্রিক বিবেচনায় ১৮ হাজার টাকার কম হলে তা ন্যায্য মজুরি হবে না

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে ৭ শতাংশের বেশি, মাথাপিছু আয় এখন ১৭৫২ ডলার, (৮১ টাকা ডলার ধরলে ৫ সদস্যের একটি পরিবারে মাসিক আয় ৫৯ হাজার টাকার বেশি হওয়ার কথা), রপ্তানি আয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে, বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ, পৃথিবীর বহুদেশ বাংলাদেশকে এখন উন্নয়নের মডেল হিসেবে প্রশংসা করছে—এ সমস্ত কথা আমরা সরকারের কাছ থেকে প্রতিদিন শুনছি। কিন্তু বাংলাদেশের এই উন্নতির পিছনে প্রধান শক্তি যে শ্রমিক তারা কত মজুরি পায়, সে প্রশ্নে শাসক শ্রেণি নীরব। পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা শ্রমিক আর মালিক-শ্রমিকের বিশাল বৈষম্যের দেশ এই বাংলাদেশ। গার্মেন্টস, সুয়েটার, রি-রোলিং, পাট, চা, তাঁত, যানবাহন চালকসহ পরিবহন শ্রমিক, মোটর মেকানিক, রিক্সা চালক, দোকান ও হোটেল কর্মচারীসহ সরকার ঘোষিত ৪৩টি সেক্টরের শ্রমিকরা মানসম্পন্ন জীবনযাপনের মতো মজুরি থেকে বঞ্চিত। এটা তো সত্য, যেদেশে শ্রমিকের মজুরি যত কম সে দেশে বৈষম্য তত বেশি।

মালিকরা সংগঠিত কিন্তু শ্রমিকদের সংগঠন করার পথে শত বাধা

বাংলাদেশে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত মিলে ৬ কোটি ৭ লক্ষ শ্রমিক দিনরাত পরিশ্রম করেও নিজেদের দারিদ্র্য দূর করতে পারছে না অন্যদিকে কয়েক লক্ষ কোটিপতির জীবনে বিলাসিতার শেষ নেই। শ্রমিকদেরকে শোষণ করেই তাদের এই সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকরা সচেতন হলে এই অন্যায় শোষণমূলক ব্যবস্থা পাল্টানোর সংগ্রাম করবেই, এটা মালিকরা জানে। সে কারণে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার পথে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছে। শ্রম আইন, বিধিমালা, প্রশাসন, পুলিশ, মাস্তান, শ্রমিকনেতা নামধারী একদল দালালদের ব্যবহার করে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের সংগঠিত হতে বাধা দেয়। কারন, সংখ্যায় বেশি হলেও অসংগঠিত শ্রমিক সব সময় দুর্বল ও অসহায়।

পুঁজিবাদ টিকে আছে শ্রমিক শোষণ করে

মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়ন করতে হলে এই ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে

আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে শ্রমিকের শ্রম সময় কমানো যায় এই কথা বলে সমাজতান্ত্রিক দেশে ৬ ঘণ্টা কর্ম দিবস করা হয়েছিল। অথচ পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ওভার টাইম না করলে সংসার চালানো কঠিন। যে আমেরিকাতে মে দিবসের সূচনা সেখানে সরকারিভাবে মে দিবস পালন করা হয় না। মৌলবাদী চিন্তা ।য়া হয় নাদবস পালন করতে দেশগুলোতেও মে দিদ্বারা পরিচালিত ে য়দবস এই শিক্ষা দে মে ।বস পালন করেদা শত নির্যাতন মোকাবেলা করেও মে ুনিয়াতে শ্রমিকরদকিন্তু সারা –শ্রমিকের দাবি যতই ন্যায্য হোক না কেন, লড়াই করা ছাড়া তা আদায় করা যায় না। মালিক এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছে দয়া বা করুণা চেয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। সাধারণ মানুষের উপর পুঁজির মালিকের শোষণ উচ্ছেদ করেই কর্মঘণ্টা কমানো এবং ন্যায্যমজুরির দাবি আদায় করা সম্ভব।